মিরপুর উপকারভোগীদের মাঝে সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদান

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দূরারোগ্য ক্যান্সার ও কিডনী রোগে আক্রান্ত অসহায় রোগিদের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক, প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল, উপজেলা পর্যায়ে এস এসসি ও দাখিল মাদরাসায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের স্মারক প্রদান, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থায় ক্রীড়া সামগ্রী, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এ (মাধ্যমিক) ও (প্রাথমিক) বিজয়ী ও প্রাথমিকে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাননা, খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করতে হ্যান্ডবল, ফুটবল,ও ক্রিকেট সামগ্রীসহ কৃষকদের মাঝে বিনামুলে সার-বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এসব বিতরণ করেন কুষ্টিয়ার নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ এহেতেশাম রেজা।

এসময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে অস্বচ্ছলদের চিকিৎসার সাহাযার্থে প্রতিজনের মাঝে ৫০ হাজার টাকার চেক বিতরনের সু-ব্যবস্থা করেছেন তার নজির বিশ্বের কোনো দেশেই নেই। প্রতিটি নাগরিকের প্রতিটি শ্রেণি পেশার মানুষের কল্যাণে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে, বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে সুমহান মর্যাদায় আসীন করতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরিফেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশীদ, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিরপুর থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে ১৮৬ জন প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন, ৮২

জন ক্যান্সার ও কিডনী রোগে আক্রান্ত অসহায় রোগিদের মাঝে ৪১ লাখ টাকার চেক, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্রীদের মাঝে ৩০ টি বাইসাইকেল, উপজেলা পর্যায়ে এস এসসি ও দাখিল মাদরাসায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের স্মারক প্রদান, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ মিরপুর উপজেলার ৫৪ টি ক্লাবসমূহে ক্রীড়া সামগ্রী, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এ (মাধ্যমিক) ও (প্রাথমিক) বিজয়ী ও প্রাথমিকে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাননা প্রদানসহ এছাড়াও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করতে হ্যান্ডবল, ফুটবল,ও ক্রিকেট সামগ্রীসহ কৃষকদের মাঝে বিনামুলে সার-বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

মিরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা

কুষ্টিয়া জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: এহেতেশাম রেজা এর সাথে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে, মিরপুর উপজেলার জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সুধীজনদের সাথে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় নবাগত জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা জেলা সহ সকল উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা সম্ভাবনা ও উন্নয়নের বিষয়ে এক হয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করবো এই কুষ্টিয়া জেলাকে এগিয়ে নিতে।

তিনি বলেন, জেলা প্রশাসকের কাজের নানান ক্ষেত্র রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন ও সেবার কাজগুলো সমন্বয় সাধন করা এবং এগুলো আবার

সরকারের উচ্চমহলে অবহিত করা। রাজস্ব আদায়েও আমরা কাজ করে থাকি। রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যবস্থা সুসংহত করার মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি সরকারি ব্যয় নির্বাহ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনতে কাজ করতে হয়।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, বাংলাদেশ মাদকের উৎপাদনকারী দেশ না হলেও মাদকের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। মাদকের জন্য খুবই ঝুকিপূর্ণ আমাদের দেশ। মাদক নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা প্রশাসনের একার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি অবিভাবকের গুরুত্বও রয়েছে অনেক। সন্তানদের খোঁজ খবর রাখতে হবে।
ডিসি অফিস ফেসবুক ব্যবহার করে নাগরিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাষ্ঠ্র এবং জনগণ সরকারের সাথে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে সাংবাদিকরা। স্মার্ট ফোন হাতে নিয়ে এখন অসত্য তথ্য গুজব আকারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই গুজবের কারণ দাঙ্গা ও সৃষ্টি হতে পারে। তাই সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

মতবিনিময় সভায় মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফীন বলেন, একটা সময় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা ছিল সন্ত্রাসকবলিত। চাঁদাবাজ, খুন, রাহাজানি, অপহরণ ছিলো। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই উপজেলার মানুষ আরামে শান্তিতে ঘুমাতে পারছে। এখন আমরা অনেক শান্তিতে বসবাস করতে পারছি। মানবতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে মিরপুর।

তিনি আরও বলেন, মিরপুর উপজেলাকে ঢেলে সাজানোর জন্য উপজেলা পরিষদের সমন্বয়ে উপজেলা প্রশাসন, সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা টিম মিরপুর নামের নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জীবনকে বাজী রেখে করোনাকালীন সময়ে টিম মিরপুর কাজ করেছে। আমরা ভালো আছি, ভালো থাকতে চাই এজন্য যা যা করনীয় আপনি (জেলা প্রশাসক) তাই করবেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. কামারুল আরেফীন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশীদ, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আফতাব উদ্দিন খান, মিরপুর থানার ওসি (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন, মীর আবদুল করিম কলেজের অধ্যক্ষ আহসানুল হক খান চৌধুরী চন্দন, মালিহাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকরাম হোসেনসহ অন্যান্যরা।

মিরপুরে ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে র্যালি ও আলোচনা সভা

কুষ্টিয়ায় ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ -২০২৩’ উপলক্ষ্যে মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে র্যালি, আলোচনা সভা এবং মৎস্য চাষীদের মধ্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন র্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ শরীফের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, দিশা সংষ্থার সহকারী পরিচালক এনামুল হক সালাম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামশেদ আলী, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নরুল ইসলাম নান্নু, পোড়াদহ মৎস্য বীজ খামারের ব্যবস্থাপক জগদ্বীশ চন্দ্র পাল প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, মাছ আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস। হাজার বছর ধরে আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে মাছ শব্দটি। তাই প্রবাদেও আছে- ‘মাছে ভাতে বাঙালি’। এটি শুধু প্রবাদ নয়, বাঙালির জাতীয় চেতনাও বটে। এ চেতনাকে ধারণ করেই মাছচাষি, মৎস্য বিজ্ঞানী ও গবেষক এবং সম্প্রসারণবিদসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ মৎস্য সম্পদে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

আলোচনা সভা শেষে শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষীদের পুরস্কৃত করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ইজিবাইক চালকে হত্যার দায়ে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় ইজিবাইক চালক বশির উদ্দিন (৬০) কে হত্যার দায়ে রঞ্জু মন্ডল নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ২৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন।

গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রুহুল আমীন আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষনা করেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন কুমারখালী উপজেলা উত্তর পারসাঁওতা গ্রামের মৃত সালামত মন্ডলের ছেলে।

আদালতের মামলা সূত্রে জানা যায় গত ২০২০ সালের ২৪ আগষ্ট বিকেলের দিকে নিহত ব্যক্তি বশির উদ্দিন তার ব্যাটারী চালিত ভ্যান গাড়ীটি নিয়ে ভাড়া মারা জন্য বাড়ী থেকে বের হয়। পরের দিন সে বাড়ীতে আর ফিরে আসেন নাই। পরেদিন সকালের দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মেটন চর গোপালপুর এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারের পর লাশ ময়না তদন্ত ও সুরতহাল রিপোর্টের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করেন।

এ বিষয়ে গত ২৬ আগষ্টে নিহতের ছেলে মিঠুন শেখ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের নামে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাঃ আকিবুল ইসলাম মামলাটির তদন্ত শেষ করে আদালতে আসামীর উল্লেখ করে চার্জশীট দাখিল করেন। পরবর্তীতে সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আদালত আজ এ রায় ঘোষনা করেন।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন নিয়ে কুষ্টিয়ায় গনসংযোগ ডা: আমিনুল হক রতনের

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গনসংযোগ ও মতবিনিময় করেছেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও বিএমএ কুষ্টিয়ার শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন।

আজ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর ইউনিয়নের হরিনারায়নপুর, লক্ষিপুর বাজার ও জেলেপাড়া মোড়, হাসানবাগ বাজার, রাজাপুর, পিয়ারপুর বাজার, সিরাজমোড়, মধুপুর বাজার সুগ্রীবপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় বর্তমান সরকারের নানান উন্নয়নচিত্র তুলে ধরেন এবং সুধীজনদের সাথে নৌকার পক্ষে জনসংযোগ ও মতবিনিময় করেন। এসময় কয়েকশ মোটরসাইকেল নিয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করা হয় এবং সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মতবিনিময়কালে ডা. এ এফ এম আমিনুল হক রতন বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের পর্যায় পেরিয়ে এক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ, সুখী এবং উন্নত জনপদ। সুশাসন, জনগণের সক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন হবে এই অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র।

তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নৌকার সাথে থাকতে হবে, শেখ হাসিনার সরকারকে

ক্ষমতায় আনতে হবে। জঙ্গিবাদ উগ্র মৌলবাদ ও অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে একটি সুশীল ও মানবতা সম্বলিত জাতি গড়তে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনসেবার বার্তা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন ডা: আমিনুল হক রতন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হরিনিারায়নপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ফারুখ হোসেন, ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুর রউফ, ৮নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মন্টু মেম্বার, সাধারন সম্পাদক আব্দুল মজিদ, ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আইয়ুব আলী, ১নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি নায়েভ খা, ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মহিউদ্দিন, ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল, জমির উদ্দিন, সাইদুর রহমান ও রোকনুজ্জামানসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ।

মিরপুরে “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর সাতমাইল এলাকায় সংগঠনের নিজ কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা: ইফতেখার মাহমুদ।

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর সাধারণ সম্পাদক মওদুদ রাজীবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, ধুবইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ খেদ আলী, উপজেলা যুবলীগ

নেতা পলাশ, ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি যুব পরিষদ মিরপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক বিপুল হোসেন, সাহেবনগর এলাকার মল্লিক সমাজের প্রধান রেজাউল করিম, রাজা সরদার, মিরপুর মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক রেজাউর রহমান, কম্পন প্রতিবন্ধী সংস্থার সভাপতি সোহেল রানা, সরদার সমাজের প্রধান শাহাবুদ্দিন সাবা, সাব্বির জামান সাবেক মেম্বার জহুরুল ইসলাম শুকুর, সমাজসেবক আসাদুজ্জামান মামুন, রবিউল ইসলাম মাষ্টার, সমাজসেবক তাজউদ্দিন আহমেদ,“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এ বর্ধিত সভার আয়োজন করে।

কুষ্টিয়ায় ‘আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করনীয় শীর্ষক’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়া এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরেজমিন উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে এই কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিএডিসি’র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) কৃষিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) ড. মো: আব্দুল লতিফ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: আবু হোসেন।

এই কর্মশালায় আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয়ে মূল প্রবন্ধ

উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ও সিএসও ড. খোন্দকার মো: ইফতেখারুদ্দৌলা এবং কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ হায়াত মাহমুদ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন, প্রধান ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়ার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান দেওয়ান।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, এ বছর বোরো উৎপাদনের পর আউশ এবং আমনের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দেশে যেন দুর্ভিক্ষের মতো কোনো অবস্থা সৃষ্টি না হয়, মানুষ যেন খাদ্য কষ্টে না ভোগে, সেজন্যই এসব ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, নানা সীমাবদ্ধতা সত্বেও প্রতিবছর আমনের উৎপাদন বাড়ছে এবং গত বছর আমনের উৎপাদন ১.৫ কোটি টনের বেশি পৌঁছায়। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নতুন নতুন উদ্ভাবিত জাত, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সরকারের সঠিক নীতি কৌশল। আমন মৌসুমে স্বল্প মেয়াদী জাত সময়মতো চাষ করলে বোরো ধান লাগানোর পূর্বেই মূল্যবান সরিষা চাষ করা সম্ভব বলেও জানান তারা।

কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলা/উপজেলার কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বীজ ও সার ডিলার, মিলার ও কৃষক প্রতিনিধিসহ প্রায় ৩’শ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রকৌশলী আবু হেনা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কুষ্টিয়া সওজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রায় সাড়ে ১০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে এই মামলা হয়।

মামলার আসামি মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বর্তমানে কুষ্টিয়ার সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত এবং মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামে সন্তান। এর আগে তিনি সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন। আর তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক।

বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) দুদকের পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. খায়রুল হক বাদী হয়ে মামলা দুটি করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দুদক থেকে ২০২২ সালের ২৩ জুন তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৬ আগস্ট পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

এজাহারে আরও বলা হয়, সম্পদ বিবরণীতে মোস্তফা কামাল স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে দুই কোটি ২১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৯২ টাকার সম্পদের হিসাব দেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে মোট তিন কোটি ১৩ লাখ ১১ হাজার ৪৭৩ টাকা সম্পদের তথ্য প্রমাণ মেলে। অর্থাৎ এখানে তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৯১ লাখ ১৩ হাজার ৮১ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন।

এছাড়া আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্ত্রীকে দানসহ পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় হিসাব করলে দুদকের অনুসন্ধানে মোট সাত কোটি ৮৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৬০ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫০ লাখ ৯২ হাজার ২৬৭ টাকা বাদ দিলে ছয় কোটি ৩৫ লাখ ৪ হাজার ৪৯৩ টাকার সম্পদের উৎস দেখাতে পারেননি তিনি। যা জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে দুদকের কাছে প্রমাণিত হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, একই সঙ্গে অবৈধ ওই সম্পদের মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামাল তার মায়ের দানকৃত ছয় কোটি ২০ লাখ টাকা তার আয়কর নথির ২০০১-২০০২ করবর্ষ থেকে ২০০৬-২০০৭ করবর্ষ পর্যন্ত প্রদর্শন করেছেন। উক্ত টাকা থেকে তিনি তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে বিভিন্ন সময়ে দুই কোট ৭০ লাখ টাকা দান করেন। যা তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।

এজাহারে বলা হয়, তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায়

দেখা যায়, আবু হেনা মোস্তফা কামাল ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে স্থানান্তর, হস্তান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে বৈধতা দানের জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে প্রথমে তার মায়ের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে তা দান হিসেবে নিজের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। এরপর উক্ত দান করা টাকার মধ্য থেকে তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে দান করেন এবং স্ত্রীর নামে সম্পদ অর্জন করেন। যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এজাহারে আরও বলা হয়, এর মাধ্যমে দুদকের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয়কে বৈধতা দানের চেষ্টা করেছেন তারা। যেখানে স্ত্রী হিসেবে জোবাঈদা তার স্বামীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। এ কারণে মামলায় ডা. জোবাঈদাকে প্রথম আসামি ও স্বামী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে।

অন্যদিকে দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে মোট দুই কোটি ৪০ লাখ ১৭ হাজার ৭৩১ টাকার সম্পদের তথ্য দেন ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদ। অনুসন্ধান বা যাচাইকালে তার নামে মোট দুই কোটি ৪৪ লাখ ৬২ হাজার ৩১ টাকার স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি চার লাখ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেন।

দুদক অনুসন্ধানে আরও দেখতে পায়, ডা. জোবাঈদার নিট সম্পদ, পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ চার কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৫০৯ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। এরমধ্যে তার গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৫৭ টাকা বাদ দিলে দুই কোটি ৭৩ লাখ ৯৮ হাজার ৪৫২ টাকার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা তার স্বামী আবু হেনা মোস্তফা কামাল থেকে দান সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে উক্ত দান গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় বিজিবি’র অভিযানে ১

কেজি হেরোইন উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিজিবি অভিযান চালিয়ে ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। গতকাল বুধবার দুপুর সোয়া ১২টায় কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের কদমতলা বাজারে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশী অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় বিপুল পরিমাণ এ হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া সেক্টরের ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এর উপ-অধিনায়ক মেজর মো. রকিবুল ইসলাম পিএসসি’র নেতৃত্বে বিজিবি’র টহল দল প্রাগপুর থেকে ছেড়ে আসা কুষ্টিয়াগামী যাত্রীবাহী তানভির রোহান (চাঁদপুর জ-১১-০০১৫) পরিবহনে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায়।

এসময় বাসে তল্লাশি চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় এক কেজি হেরোইন উদ্ধার করে বিজিবি। মাদক উদ্ধার অভিযানের ঘটনায় মিরপুর থানায় জিডি এন্ট্রি করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে বিজিবি সূত্র নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৬ বছরের শিশু ধর্ষন, ধর্ষক আটক

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার পল্লীতে ৬ বছরের এক শিশু ধর্ষনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষনের অভিেযোগ আলিফ হোসেন (৩৮) নামে ধর্ষককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করে র্যাব সদস্যরা। এরআগে ভেড়ামারা থানায় ১টি ধর্ষন মামলা দায়ের করা হয়।

এলাকাবাসী ও থানা সুত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের উত্তর ভবানীপুর খাঁনপাড়া এলাকার ভ্যানচালক ছোটন আলী ও একই এলাকার ছামু ন্যাংড়ার ছেলে ধর্ষক আলিফ হোসেনের বাড়ি

পাশাপাশি। ৬ বছরের শিশু ধর্ষক আলিফ হোসনের সেলুনের দোকানের সামনে খেলা করছিলো। এসময় ধর্ষক আলিফ হোসেন ৬ বছরের শিশুকে চকলেট দেওয়ার নাম করে তার ঘরের ভিতরে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। শিশুটি তার পরিবারকে জানালে তাকে প্রথমে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার্ড করে।

বর্তমানে শিশুটি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের ৫ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ধর্ষক আলিফ হোসেন কে র্যাব গ্রেফতার করেছে। ভেড়ামারা থানার অফিসার ইনচার্জ আকিবুল ইসলাম জানান, ধর্ষনের ঘটনায় থানায় ১টি মামলা দায়ের হয়েছে। আসামী আলিফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।